ফ্যাক্স/জিইপিযোগে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনার অফিস
চট্টগ্রাম
www.chittagongdiv.gov.bd

স্মারক নম্বর- ০৫.৪২.০০০০.০৩১.৩৪.০০৩.১৭- ৯০৪৯(৯) তারিখঃ ০৩ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি.

বিষয়ঃ ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এর ৯ম সভার খসড়া কার্যবিবরণী প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে বিগত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১১:০০ টায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্স এর ৯ম সভার খসড়া কার্যবিবরণী চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদন ও স্বাক্ষরের নিমিত্ত এ সঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ খসড়া কার্যবিবরণী ০৫(পাঁচ) ফর্দ

০৩.১২.১৮
মো. আবদুল মান্নান
বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
ও
সদস্য সচিব
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স
ফোনঃ ০৩১-৬১৫২৪৭ ফ্যাক্সঃ ০৩১-৬১৭৪০০

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এর ৯ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: **কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা** চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায়) ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স
স্থান	: সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষ, চট্টগ্রাম
তারিখ	: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮
সময়	: সকাল ১১:০০টা
উপস্থিতি বিবরণী	: পরিশিষ্ট-ক

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলের সাথে পরিচিত হন। অতঃপর সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। স্বাগত বক্তব্যে সভাপতি ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আরো জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিন পার্বত্য এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং সেখানে বসবাসরত আপামর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র নয় মাসের মাথায় ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। বর্তমানে এ চুক্তির সফল বাস্তবায়নে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ী-বাঙ্গালীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতে সরকার সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

স্বাগত বক্তব্য শেষে কার্যবিবরণী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্য-সচিবকে অনুরোধ জানানো হয়।

এ কমিটির সদস্য সচিব জনাব মো. আবদুল মান্নান, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বিস্তীর্ণ পার্বত্য এলাকা এ দেশের জন্য একটি অমূল্য সম্পদ। এখানে পর্যটনসহ অন্যান্য স্থানীয় শিল্প বিকাশের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্পদ কাজে লাগানোর জন্য এ এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সকলের সহাবস্থানের কোন বিকল্প নেই। সরকার এ এলাকার উন্নয়নে যথাযথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য এলাকাবাসীর উন্নয়নে শুধু সরকার নয় সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহায়তা ও অংশগ্রহণ জরুরী। তাই সরকারের মহতী উদ্যোগসমূহের সফল বাস্তবায়নে তিনি সকলকে একযোগে কাজ করে যেতে অনুরোধ জানান। পরবর্তীতে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য তিনি সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

(ক) <u>অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনাঃ</u>

অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় জানান, খসড়া তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়া তালিকা অনুযায়ী মোট পরিবারের সংখ্যা ৮১,৭৭৭টি। তবে জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি জানান, সাজেকসহ বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় অবস্থানরত অনেক পরিবার এখনো তালিকাভূক্ত হয়নি। যারা বাদ পড়েছে তাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে তিনি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি জনাব অংশুই প্রু চৌধুরী বলেন, ২১ বছর ধরে এ তালিকা চূড়ান্ত করা যায়নি, এটি এর সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যার্থতা। তিনি আপাতত প্রাপ্ত ৮১,৭৭৭ পরিবারের তালিকা এ সভায় অনুমোদনের পাশাপাশি পরবর্তীতে নতুন কোন নাম এ তালিকায় সংযোজন বা বিয়োজন হলে তা আলাদাভাবে পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। তবে সভায় উক্ত খসড়া তালিকা আরো যাচাই-বাছাইক্রমে চূড়ান্ত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

<u>সিদ্ধান্ত</u>: টাস্কফোর্সের ৭ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত কমিটি কর্তৃক পুন:যাচাইপূর্বক অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক টাস্কফোর্স কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। প্রাপ্ত চূড়ান্ত খসড়া তালিকা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স আগামী সভায় উপস্থাপন করবেন।

<u>বাস্তবায়নঃ</u> প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয়

(খ) <u>স্বেচ্ছায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন সংক্রান্তঃ</u>

এ বিষয়ে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় জানান, স্বেচ্ছায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রাপ্ত খসড়া তালিকা দাখিল করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে মোট ২১,৯০০ টি পরিবারের তালিকা পাওয়া গেছে। এ তালিকার বিষয়ে আরো যাচাই বাছাই করার সুযোগ আছে মর্মে কমিটির সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি জানান, যদি তালিকায় কোন যৌক্তিক সংযোজন বা বিয়োজনের সুযোগ থাকে তা অবশ্যই করতে হবে।

<u>সিদ্ধান্ত</u>: পর্যাপ্ত যাচাই বাছাই শেষে স্বেচ্ছায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে।

<u>বাস্তবায়নঃ</u> প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয়

(গ) **ঋণ মওকুফ সংক্রান্তঃ**

এ বিষয়ে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় জানান, বিভিন্ন ব্যাংক হতে ৩৬৬ জন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হতে ০১ জনের গৃহীত ঋণ মওকুফের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের পর মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৯.০০.০০০০.২২৩.০২.০০৮.২০১২-১৬৬, তারিখ: ১৬/০৫/২০১৮ খ্রি. তারিখ মুলে ঋণ মওকুফের জন্য চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড-কে অনুরোধ করা হয়েছে। বিগত ২২/০৪/২০১৮ খ্রি. তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ঋণ মওকুফ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে বিভিন্ন ব্যাংক বরাবর এ বিষয়ে তথ্য চেয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, সোনালী ব্যাংক লি. বিআরডিবি এর মাধ্যমে এই ঋণ প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। একারনে তাদের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া যদি তালিকার বাইরে আর কোন ঋণগ্রহীতা বর্ণিত সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হন তবে তাদের নিকট হতে আবেদন গ্রহণ এবং তা টাস্কফোর্সের সভায় উপস্থাপনের মাধ্যমে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: ১) আগামী সভায় স্থানীয় বিআরডিবি এর প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।
২) অবশিষ্ট কোন ঋণ গ্রহীতার আবেদন পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করে পরবর্তী টাস্কফোর্স সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয়

(ঘ) **ফৌজদারি মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সংক্রান্তঃ**

এ বিষয়ে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় সভাকে জানান, ফৌজদারি মামলার দন্ডপ্রাপ্তদের ও মামলায় অভিযুক্তদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আওতায় মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খাগড়াছড়িকে টাস্কফোর্স কার্যালয়ের স্মারক নম্বর: উশটাখা/২০১৭-৪৯৮, তারিখ: ১৭/০৯/২০১৭ খ্রি. মূলে পত্র দ্বারা অনুরোধ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সভায় উপস্থিত বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খাগড়াছড়ি জানান, পাবলিক প্রসিকিউটর, খাগড়াছড়ি এর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী বিগত ০১.০৪.২০১৮খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৪৫১ টির মধ্যে মোট ৪৪৬ টি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। বাকী ৫ টি মামলার বিষয়ে কারনসহ তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে জনাব মানিক লাল বণিক, অতিরিক্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান, মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে তিন পার্বত্য জেলা হতে তথ্য পাওয়া গেছে। মন্ত্রণালয় থেকে জেলা পরিষদ বরাবরে পত্র দেয়া হয়েছে। তাদের কাছ থেকেও তথ্য পাওয়া গেলে সমন্বয় করে মামলা সংক্রান্ত সঠিক তথ্য ও সংখ্যা পাওয়া যাবে।

সিদ্ধান্ত: ফৌজদারি মামলার দন্ডপ্রাপ্তদের ও মামলায় অভিযুক্তদের মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটি সুপারিশ আকারে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

বাস্তবায়নঃ বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খাগড়াছড়ি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয়

(ঙ) **টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্তঃ**

নিয়মিত টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং দৃশ্যমান অগ্রগতি সরকারের কাছে তুলে ধরার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি বলেন, এই সভা প্রতি তিন মাস অন্তর করা উচিত। জনাব গুনেন্দু বিকাশ চাকমা, প্রতিনিধি, পার্বত্য জনসংহতি সমিতি বলেন, এই টাস্কফোর্সকে আরও গতিশীল করার জন্য নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, সভাটি পর্যায়ক্রমে তিনটি পার্বত্য জেলায় করা যেতে পারে। সদস্য সচিব জানান, সভা অনুষ্ঠানের সময় বিষয়ে কমিটির কর্মপরিধিতে কোন স্পষ্ট বাধ্যবাধকতা নেই। তবে সভার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই টাস্কফোর্সের দৃশ্যমান অগ্রগতি সরকারের নিকট তুলে ধরার নিমিত্ত দ্রুত এবং নিয়মিত বিরতিতে সভা করা প্রয়োজন মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, নিয়মিত সভা আয়োজনে স্থানীয় বাস্তবতা বিবেচনা করে সভা অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচন করা হবে। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: নিয়মিত টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠান করা এবং দৃশ্যমান অগ্রগতি সরকারের নিকট উপস্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নঃ সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স

(চ) **টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি সংক্রান্তঃ**

জনাব মানিক লাল বণিক, অতিরিক্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান, টাস্কফোর্স গঠনের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সময়ের প্রেক্ষিতে কোন নতুন বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত কি না সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব টাস্কফোর্স সভায় উপস্থাপন করা উচিত। এ বিষয়ে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় জানান, বর্তমানে খসড়া তৈরীর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি দ্রুত এ বিষয়ে কাজ শেষ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সিদ্ধান্ত: টাস্কফোর্স গঠনের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কমিটির কার্যপরিধিতে কোন বিষয় সংযোজন অথবা বিয়োজন করার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় আগামী সভায় উপস্থাপন করবেন।

বাস্তবায়নঃ সদস্য (সকল), টাস্কফোর্স ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয়

(ছ) **প্রত্যাগত শরণার্থীদের চাকরিতে পুনর্বহাল এবং চাকুরিতে জ্যেষ্ঠতা প্রদান সংক্রান্তঃ**

এ বিষয়ে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় জানান, তালিকাভুক্ত কর্মচারী (বিশেষ সুবিধাদি) বিধিমালা ২০১৫-এর আওতায় গেজেটেড তালিকাভুক্ত ২৬২ জন কর্মচারীদের ইতোমধ্যে অনেকে জ্যেষ্ঠতাসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের পর বেতন ও ভাতাদির সুবিধা পেয়েছেন। যারা বাদ পড়েছেন তাদের ব্যাপারে ৩০/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনাব মানিক লাল বণিক, অতিরিক্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সাথে একমত পোষণ করে বলেন এই ২৬২ জনের তথ্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। তবে এ প্রসঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি বলেন, তার জানামতে প্রায় ৭০ টি পরিবার চাকুরিতে সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেনি। এছাড়া পানছড়ি ও খাগড়াছড়িতে ঠিকমত টাকা পরিশোধ করা হয়নি। এ বিষয়ে তিনি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে সদস্য সচিব বলেন, সঠিক ও নিশ্চিত তথ্য নিয়ে বক্তব্য প্রদান করতে হবে। এরকম সুবিধা বঞ্চিত পরিবারের সঠিক সংখ্যা ও কেন তারা আবেদন করতে ব্যর্থ হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট করে আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য তিনি সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি-কে অনুরোধ করেন। এছাড়া প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসকের মাধ্যমে এ তালিকা হালনাগাদ করা হবে মর্মে তিনি জানান। সভাপতি তার বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: (ক) চাকুরীতে পুনর্বহালের পর বেতন ও ভাতাদির সুবিধাপ্রাপ্ত এবং বঞ্চিত পরিবার সংক্রান্ত সকল তথ্য আগামী সভায় সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি উপস্থাপন করবেন।

(খ) জেলাপ্রশাসক, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা সুবিধাপ্রাপ্ত এবং বঞ্চিতদের বিষয়ে নজরদারি রাখবেন।

বাস্তবায়নঃ জেলাপ্রশাসক, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় এবং সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি

(জ) **রেশন প্রদান:**

সভায় জানানো হয় যে, পূর্ববর্তী সভায় সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনাপূর্বক রেশন প্রদান সংক্রান্ত তালিকা তৈরী করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় জানান, তালিকা তৈরীর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, জনাব কংজরী চৌধুরী এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, প্রকল্প কমিটির মেয়াদ তিন বছর হলেও বহুবছর যাবত এ কমিটি পরিবর্তন হয়নি। তিনি জানান, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রস্তাব হতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক গঠিত কমিটি অনুমোদন দেয়ার কথা থাকলেও দীর্ঘদিন একই কমিটি বহাল থাকায় কাজের গতি স্তিমিত হয়ে পড়েছে। তিনি কমিটি অনুমোদনের ক্ষমতা জেলাপ্রশাসকগণের নিকট ন্যস্ত করার জন্য অনুরোধ জানান। কমিটি গঠন, অনুমোদন ও তালিকা তৈরির কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানান।

সিদ্ধান্ত: তালিকা তৈরির বিষয়ে ইতোমধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রম আগামী সভায় বিস্তারিত উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয়

(ঝ) **টাস্কফোর্স সদস্যদের ভাতা প্রদান সংক্রান্ত:**

জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় জানান, টাস্কফোর্স সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ননঅফিসিয়াল সদস্যদের মাসিক ১৫,০০০/- টাকা হারে মাসিক সম্মানীভাতা এবং কমিটির সকল সদস্যদের সভায় উপস্থিত থাকার সম্মানী ৫,০০০/- টাকা প্রদানের জন্য জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে টাস্কফোর্স কার্যালয়ের ২৮/০২/২০১৮ খ্রি. তারিখের উশটাখা/২০১৮-৫৬ সংখ্যক স্মারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত জানা যায়নি। জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি এ বিষয়ে পুনরায় টাস্কফোর্স সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সদস্য সচিব এ বিষয়ে বলেন, টাস্কফোর্সের কর্মপরিধিতে সম্মানী বিষয়ে নির্দেশনা নেই। তবে সভাপতির অনুমতিক্রমে নিজস্ব ফান্ড থেকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য যাতায়াত ভাতা দেয়া যেতে পারে। কিন্তু সম্মানী প্রদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগের অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সভাপতি তার সাথে একমত পোষণ করে ভাতা প্রদানের যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক পুনরায় নির্দেশনা চেয়ে অর্থ বিভাগে পত্র প্রদান করার পরামর্শ দেন।

সিদ্ধান্ত: ভাতা প্রদানের যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক টাস্কফোর্স সদস্যদের সম্মানী ভাতা প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে অর্থ বিভাগের নিকট পত্র দিতে হবে।

বাস্তবায়নঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয়

(ঞ) **বিবিধঃ**

জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, পাহাড়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থা অব্যাহত রাখতে হলে সুষম উন্নয়ন ও পাহাড়ি-বাঙালি সহাবস্থান বজায় রাখতে হবে। শান্তিচুক্তি ভাল উদ্যোগ, তবে এর সফল বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি কার্যকর হলে এবং এ সংক্রান্ত

বিধিমালা প্রনীত হলে পার্বত্য এলাকায় ভূমি বিরোধ সংক্রান্ত অনেক সমস্যা সমাধান হতে পারে। এছাড়া এখনো পাহাড়ে থাকা অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করতে হবে। তাহলে পাহাড়ে শান্তির সুবাতাস বইবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

জনাব মেজর মোঃ রফিকুল ইসলাম, জিএসও-২ (আই), খাগড়াছড়ি রিজিয়ন বলেন, পার্বত্য এলাকায় শান্তি, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে সেনাবাহিনী সবাইকে সাথে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে উত্তম পার্বত্য চট্টগ্রাম গড়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে মর্মে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

জেলাপ্রশাসক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা টাস্কফোর্সের কার্যপরিধিতে জেলাপ্রশাসকদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সভায় আলোকপাত করেন। মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জেলাপ্রশাসকগণই অধিকাংশ দায়িত্ব পালন করে থাকেন বিধায় সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসকদের এই টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলাও তার সাথে একমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় জানান, বিষয়টি নিয়ে ইতোপূর্বেও বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু জেলাপ্রশাসকদের এ টাস্কফোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি জেলাপ্রশাসকদের টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চাওয়া যেতে পারে মর্মে অভিমত প্রদান করেন।

বিবিধ আলোচনায় অংশ নিয়ে টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব বলেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা এ টাস্কফোর্সের কর্মপরিধির মধ্যে পড়ে না। এর জন্য আলাদা উচ্চ পর্যায়ের কমিটি রয়েছে। সদাশয় সরকারের একান্ত আগ্রহে তারা এ চুক্তির সফল বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য সকল পক্ষকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। সকলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে পাহাড়ের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। তিনি টাস্কফোর্সের কার্যক্রম আরও সক্রিয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

<u>সিদ্ধান্ত</u>: তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণ-কে টাস্কফোর্স কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র লিখতে হবে।

<u>বাস্তবায়নঃ</u> প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয়

সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। তাই এ এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে। সকলের উচিত সরকারকে সহযোগিতা করা। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন সকল শ্রেণির মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে পার্বত্য এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। তিনি বলেন, সকল সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণে সভাটি ফলপ্রসু হয়েছে। এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সকলকে উদ্যোগী হওয়ার জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৬/১২/১৮

(কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা)
চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা)
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স
ফোনঃ ০৩৭১-৬১৭৫৯ (অ), ০৩৭১-৬২৪২৪ (বা)
E-mail: taskforce97cht@yahoo.com
Jtripura.cht@gmail.com

স্মারক নম্বর- ০০.৪২.০০০০.০৩১.৪৩.০০১.১৮- ১০৪১(১৫) তারিখঃ ০৩ ডিসেম্বর ২০১৮

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নহে)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

৩। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৪। জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম

৫-৭। জেলাপ্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা

৮। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি

৯-১১। চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলাপরিষদ

১২। সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা

১৩। জনাব ....
সদস্য/প্রতিনিধি, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স

১৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা

১৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

০৩.১২.১৮

(মো. আবদুল মান্নান)
বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
ও
সদস্য সচিব
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স
☎০৩১ ৬১৫২৪৭, 🖷০৩১ ৬১৭৪০০
Email: divcomchittagong@mopa.gov.bd